R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত *শরৎচন্দ্র পণ্ডিত* (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স গ্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর্স
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

বিভাগীয় অবহেলায় জল ও ল্যাট্রিনবিহীন অবস্থায় জঙ্গিপুর সাবজেলের নয়টি কোয়ার্টার নির্মিত হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর সাবজেলের কয়েদীদের ওয়ার্ড, আটজন জেল-কর্মী ও সাব-জেলারের কোয়ার্টার নতুন করে নির্মাণের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। গত বৎসর ফেব্রুয়ারীতে এই কারণে এখান থেকে কয়েদীদের বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে জেল প্রাচীর, কয়েদীদের ঘর, রাস্তা এবং নয়টি ষ্টাফ কোয়ার্টার তৈরী হয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় নকসা বা টেণ্ডারে ল্যাট্রিন বা জলের কোন উল্লেখ না থাকায় জল ও ল্যাট্রিনবিহীন অবস্থায় নয়টি ষ্টাফ কোয়ার্টার তৈরী হয়। জেল ষ্টাফরা এই ত্রুটির ব্যাপারে পি ডব্লিউ ডির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পুনরায় চার লক্ষ টাকার মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। সাবজেল সূত্রে জানা যায় এসব কাজ সম্পূর্ণ হতে এখনও মাস তিনেক সময় লাগবে। জেল কয়েদী দের কি মাগাদ বহরমপুর থেকে ফেরৎ আনা হবে—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাব জেলার অক্ষম হন। মহকুমা শাসক তথা সুপারিনটেন্ডেন্ট জঙ্গিপুর সাবজেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান আই জি (প্রিজনস) কাজ শুরুর সময় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করার জন্য পি ডব্লিউ ডি বিভাগকে বলেছিলেন কিন্তু কাজ সমান গতিতে না চলার ফলে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। তবে আগামী মার্চের মধ্যে কয়েদীদের এখানে আনা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্ল্যান এষ্টিমেটে ল্যাট্রিনের উল্লেখ না রেখে কি করে কোয়ার্টার তৈরীর টেণ্ডার মঞ্জুর হলো এ প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা শাসক বলেন কাজের ভার সম্পূর্ণ পি ডব্লিউ ডি বিভাগের। তাই এ ব্যাপারে তিনি কোন আলোকপাত করতে পারছেন না।

দেশবন্ধু মার্কেটের ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে জেলা পরিষদ ভাড়া নেওয়ায় ধর পরিবার বিপাকে

বিশেষ সংবাদদাতা : বাগানবাড়ীর পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ মিঞাপুর রাস্তার দক্ষিণে জলাভূমির উপর পাকা দোকান ঘর তৈরী করে প্রায় বছর পাঁচেক আগে ধর পরিবার দেশবন্ধু মার্কেট চালু করেন। তখন থেকেই ভাড়াটিয়া বসিয়ে তাঁরা ভাড়া আদায় করে আসছিলেন হঠাৎ ১৯৯৭ এর ১ জানুয়ারী থেকে জেলা পরিষদ ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে মালিক হিসাবে ভাড়া আদায় করছেন বলে জানা যায়। জেলা পরিষদ এই ভাড়া আদায় করছেন মিসলেনিয়াস রসিদ দিয়ে। এই রসিদের একটি হলো ১০৪৮ নং তারিখ ২৫-১-৯৭। ধর পরিবার যথা-রীতি ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের ভাড়া আদায় করতে গেলে ভাড়াটিয়ারা জানান জেলা পরিষদের দাবীমত তাঁরা জেলা পরিষদকে ভাড়া দিয়েছেন। ফলে ধর পরিবারকে এখন থেকে তাঁরা কোন ভাড়া দেবেন না। ধর পরিবার এ ঘটনায় বর্তমানে বিপাকে পড়েছেন। তাঁদের পরিবারের একজন আমাদের প্রতিনিধিকে জানান জেলা পরিষদের এ আচরণ তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কেননা দেশবন্ধু মার্কেট যে জায়গার উপর তৈরী হয়েছে তার মালিক ও দখলীকার বহু বছর থেকে তাঁরাই। বাস্তু দবপুর মৌজার ৩নং খতিয়ানের ৫৯৪ নং দাগ (আর এস), ৩৩৮ নং দাগ (সি এস), ৮৭৬ নং দাগ (এল আর) তাঁদের দখলে আছে। এল আর রেকর্ড অনুযায়ী এই জমি অকৃষি ও এর (শেষ পৃষ্ঠায়)

মুখ্য ডাকঘরে টেলিগ্রাম হচ্ছে না

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় মানুষদের অভিযোগে জানা যায় এখানে মুখ্য ডাকঘরে টেলিগ্রাম ব্রাঞ্চে কোন কাজ হচ্ছে না। স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি জানান তিনি মুখ্য ডাকঘরে টেলিগ্রাম করতে গেলে তাঁকে এখানে টেলিগ্রাম হবে না বলে জানানো হয়। তিনি এ কথা লিখে দিতে বললে শেষ পর্যন্ত তাঁর টেলিগ্রামটি বুক করা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় এই বিভাগের জন্য কোন টেলিগ্রাফিষ্ট না থাকায় ঐ বিভাগ চলছে একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দৈনিক ভাতায় কাজ করিয়ে। তিনি না এলে যেমন ভাতা পান না তেমনি কাজও বন্ধ থাকে। অন্য দিকে জঙ্গিপুর-ডাকঘরেও টেলিগ্রামের যন্ত্র শোভা পেলেও কোন কাজ হয় না। যেখানে আগে এমনকি অফিস বন্ধের দিনেও টেলি-গ্রামের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে বর্তমানে কাজের দিনে টেলিগ্রামের কাজ বন্ধ থাকায় জন-সাধারণের দুর্ভোগের সীমা নেই। চিফ পি এম জি বহরমপুরে অত্যাধুনিক ডাক পরিষেবা চালু করলেও জঙ্গিপুর মহকুমার মুখ্য ডাকঘরে টেলিগ্রাম বন্ধ। সত্যিই লজ্জার ব্যাপার।

প্রথম মুন্সেফ পাণ্ডা বদলী হলেন

রঘুনাথগঞ্জ : আইনজীবীদের কোর্ট বয়কটের সঙ্গে যুক্ত বিতর্কিত প্রথম মুন্সেফ চপলকুমার পাণ্ডা অবশেষে বদলীর আদেশ পেলেন। সম্প্রতি এক আদেশে শ্রীপাণ্ডাকে তাঁর কোর্টের চার্জ সেকেণ্ড মুন্সেফকে বুঝিয়ে দিয়ে আসানসোলের জে এম হিসাবে কাজে যোগ দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আপনার পছন্দমতো কার্ড পেতে হলে কার্ডস ফেয়ার-এ আসুন।
রঘুনাথগঞ্জ

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ চোখে লঙ্কা গুঁড়া ॥

চোখে ধূলি নিক্ষেপ বলিয়া একটি প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষায় আছে, যাহার অর্থ বোকা বানাইয়া কার্য সিদ্ধ করা। তবে চোখে লঙ্কার গুঁড়া দেওয়ার মত প্রবাদ-প্রবচনা বাংলায় না থাকিলেও কার্যত ঘটিয়া থাকে।

একটি বহুল প্রচলিত দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, তিনজন আসামী পুলিশের চোখে লঙ্কার গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া পুলিশী হেপাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ভিতরে একটি প্রিজন ভ্যানে কিছু আসামীকে আলিপুর এস ডি জে এম আদালতে লইয়া যাইবার জন্য তোলা হয়। তিনজন পুলিশকর্মী তদারকিতে তাহাদের লইয়া যাওয়া হইতেছিল। সেণ্ট্রাল জেল হইতে আসামীদের লইয়া প্রিজন ভ্যানটি বেলা ১১টা ৫০ মি সময়ে আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হেষ্টিংস পার্ক রোড ও জাজেস কোর্ট রোডের মোড়ে ভ্যানটি পৌঁছিলে ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য উহার গতি কমিয়া যায়। সেই সময় বাহির হইতে কেহ ভ্যানের পিছনের বন্ধ দরজায় লাগান হুক খুলিয়া দেয়। ইহাতে দরজা দুইটি হঠাৎ খুলিয়া গেলে ভ্যানে অবস্থিত তিন পুলিশ হতচকিত হইয়া পড়েন। এই অবসরে ভ্যানের ভিতরের কোলাপসিবল গেট খুলিয়া তিন বন্দী বাহিরের চেম্বারে চলিয়া আসে। ওই সময়েই নাকি তিনজন কনষ্টেবলের চোখে লঙ্কার গুঁড়া ছিটাইয়া দেওয়া বলিয়া পুলিশ-সূত্রের খবর। সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত তিনজন বন্দীর দুইজন রাস্তায় অপেক্ষমাণ একটি মোটরবাইকে চড়িয়া পলায়ন করে; অপরজন লোকের ভীড়ে মিশিয়া যায়। সংবাদে আরও জানা যায় যে, পলাতকেরা ধরা পড়েনি। মোটরবাইক, লঙ্কার গুঁড়া লইয়া প্রস্তুত থাকা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া নিশ্চয়ই হয় নাই। পলাতক তিন আসামী ডাকাতি, খুন, ছিনতাই, বেআইনীভাবে অস্ত্রবহন ইত্যাদি বিভিন্ন কেসে জড়িত। কলিকাতা ও রাজ্য-পুলিশসূত্রে ইহা জানা গিয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, প্রিজন ভ্যানে যে সব বন্দীরা ছিল, তাহারা সংখ্যায় ৩৬ জন এবং উক্ত পলাতক ৩ জন নাকি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ আসামী ছিল। যে ৩ জন পুলিশকর্মী আসামীদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা কেহই নাকি অস্ত্রসজ্জিত বা লাঠিধারী ছিলেন না। দুর্ধর্ষ আসামীদের লইয়া যাইতে হইলে অস্ত্রসজ্জার যে প্রয়োজন থাকে, তাহা না জানা বা তাহা উপেক্ষা করা পুলিশের অপদার্থতাই প্রমাণ করে। এই সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট যে, অপরাধজগতের লোক যথেষ্ট সুসংগঠিত ও বুদ্ধিমান। কাজেই লঙ্কার গুঁড়ায় কাজ হাসিল করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ইতিহাসের চিঠি তোমাকে নেতাজী

—বিশাখা বিশ্বাস

দ্বিপ্রহরের বুক বিদীর্ণ করে ঘরে ঘরে যখন বেজে উঠছে শংখ, "তোমার পুজোর ছলে তোমায় ভুলে" বিগতদিনের সেই বিশ্বাস-ঘাতক আমরা বর্তমানের নোতুন প্রজন্মের কাছে আজ নোতুন পোষাকে আবার হাজির হচ্ছি দেখে তুমি কী হাসছো নেতাজী? তুমি কী হাসছো কেবল এইজন্যে যে, ভল্গা ছেড়ে মার্ক্সকে আজ বেঁচে থাকতে হচ্ছে এই ভাগীরথীর তীরে এবং লেনিনকে ছেড়ে সুভাষপুজার হিড়িকে আমাদেরও আজ খুঁজতে হচ্ছে টিঁকে থাকার নোতুন আশ্রয়?

সেদিনের কথাটা আজো অনেকের মনেই অম্লান হয়ে আছে নেতাজী। ঘরে ঘরে আমরা তখন ফিরি করতাম সেই গল্প—জাপান আর জার্মানের কাছে নাকি দেশ বেচে দিতে চাও তুমি। ঘরে ঘরে ফিসফিসিয়ে আমরা তখন প্রচার কোরতাম, বার্মার পতিতালয়ে সুন্দরী মেয়ে নিয়ে নাকি ফুর্তির মতলব ছিল তোমার। ঘরে ঘরে আমরা তখন তাই বলতাম, "মুক্তিফৌজ নামক তস্কর বাহিনী নিয়ে ভারতের মাটিতে সুভাষ এলে সেই ঘৃণ্য কাজের যোগ্য জবাব সে পাবে আমাদের কাছ থেকে (জনযুদ্ধ তাং ১০/১/৪৩)।" তোমার প্রবল দেশ-প্রেমের জোয়ারে সমগ্র ভারত যখন প্লাবিত হচ্ছে, একদল বেয়াদব ঘোড়ার মতো স্বদেশ-ভূমির সাথে শেকড়হীন সম্পর্কহীন আমরা মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা সেদিন তখন আমাদের পত্রিকায় আঁকলাম এক ঘৃণ্য কার্টুন: ভারত লুণ্ঠনের জন্যে জাপানী সৈন্যদের পথ দেখিয়ে আনছে এক বিশ্বাস-হন্তা বামন—বামনের নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ নভেম্বর ২০)।

দেশমাতৃকার গর্ভজাত বীর সৈনিকগণ যাদের কাছে কোনদিন ভাই ছিল না, বিদেশ-ভূমি যাদের কাছে চিরদিন ছিল ফাদার-ল্যাণ্ড, আজ বিকেলের পরন্ত রোদে হাতে হাত রেখে মানববন্ধন করে নোতুন প্রজন্মকে নোতুন করে আবার তারা বোকা বানাতে চাইছে দেখে তুমি হয়তো হাসছো নেতাজী। তোমার হাসিতে আমাদেরও আজ মনে পড়ে গেল সেদিনের হাস্যকর সেই ইতিহাস। আমরা তখন তোমাদের বলতাম পঞ্চম বাহিনী—বিশ্বাস হন্তারকের দল। বোম্বের ঐতিহাসিক সেই ২৩ মের সম্মেলনে আমরা তাই ঘোষণা করলাম, বিশ্বাসঘাতক পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল ট্রেইটর বোসের ফরওয়ার্ড ব্লক (কমিউনিষ্ট পার্টি বাই মধু লিমায়ে পৃ—৪৯)। সেই সাথে আমাদের সংগ্রামী কাগজে আমরা ছাপলাম একটি কার্টুন: হাজার হাজার নিরস্ত্র নিরীহ ভারতবাসীর মাথার ওপরে তুমি ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ষণ করছো জাপানী বোমা (জনযুদ্ধ তাং ২১/১১/৪৩)। তোমার কী মনে আছে নেতাজী সেই জঘন্য কার্টুনের ইতিহাস? হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের কোটের পকেটে বসে আছে এক বিড়াল, বিড়ালের গায়ে লেখা ট্রেইটর বোস??.....

নেতাজী, সেদিনের সেই রাজনৈতিক কাঁচা শয়তানেরা আজ নিরীহ সজ্জনের মতো কথা বলছে শুনে তুমি কী হাসছো? পাপের কাছে তার বাপেরা আজ কানমলা খেয়ে রাজী জুড়ে যে কাণ্ড আজ করছে তা দেখে আমরাও আজ না হেসে পারছি না নেতাজী। কত কথাই না আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। তুমি তো জানতে তোমাকে আমরা বোলতাম ৫ম বাহিনীর সর্দার—বিশ্বাসঘাতকের নেতা। তাই যে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুমি করে গেলে আপোষহীন সংগ্রাম, সেই ইংরেজ রাজশক্তিরই চেঙরে কর্মচারী ম্যাক্স-ওয়েলকে আমাদের কমরেড পী/সি জোশী লিখলেন তোমার প্রবল ব্যক্তিত্বের জোয়ারে উদ্বেলিত সংগ্রামী ভারতের "বিভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে, পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে তুমি আমাদের যথাযথ সাহায্য কর" (১৫/৩/৪৩-এ জোশীর চিঠি যা ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে এবং যার ফটোকপি লেখিকার হাতে আছে)। সেই সাথে আমরা সেদিনও এঁকেছিলাম এক কার্টুন: জাপানী দৈত্যের পোষা এক খোকার ছবি, খোকার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ তাং ৮/৮/৪৩)। আরেক কার্টুন ছিল তালগাছে চেপে এক ভারতীয় কুত্তা ভারতের দিকে চেয়ে আছে—তাকে নীচে পাহারা দিচ্ছে এক জাপানী সৈনিক—কুত্তার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ—১৯৪৩)।.....

যারা এইভাবে তোমাকে একদিন তোজোর কুত্তা বলেছিলো, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন ফিফ্‌থ্‌ কলামিষ্ট বলেছিল, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন কুইসলিং বলেছিল, ইতিহাসের কড়া চাবুকে ক্ষতবিক্ষত সেই মীরজাফর ইয়ারলতিফ আর উমিচাদেরা যারা ভল্গার বুক হতে তাড়া খেয়ে এসে গঙ্গার বুকে আজ আশ্রয় নিয়েছি— (৩য় পৃষ্ঠায়)

ন্যাশনালিষ্ট ফোরামের তৃতীয় মহকুমা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ন্যাশনালিষ্ট ফোরামের তৃতীয় মহকুমা সম্মেলন রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বহু কংগ্রেস নেতা ও বিধায়কদের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও কেবলমাত্র বিধায়ক হবিবুর রহমান ও অধীররঞ্জন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অধীরবাবু পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, শিক্ষক, আইনজীবী ও আধা সরকারী প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন। আগামী দু' বছরের জন্য আইনজীবী জগন্নাথ সরকারকে সভাপতি, প্রশান্ত সরকারকে কার্যকরী সভাপতি, মহাদেব মিশ্রকে সম্পাদক ও মদনমোহন কুণ্ডুকে হিসাবরক্ষক নির্বাচিত করে একটি ৪১ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

কোরামের অভাবে কমিটি হ'লো না

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যার সমাধান ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা কক্ষে ১৩০০ অভিভাবকদের মধ্যে মাত্র ৩০ জন উপস্থিত থাকায় কোন কমিটি গঠন করা যায়নি। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, অভিভাবক এসডিপিও স্বপন মাইতি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। পরিচালন সমিতির সম্পাদক হরিলাল দাস জানান বেশীর ভাগ অভিভাবক অনুপস্থিত থাকায় পরবর্তীতে আবার সভা ডেকে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

গত ৮ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর কলেজে পঃ বঃ কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়নের কলেজ ইউনিটের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কলেজ গভর্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়।

তোমাকে নেতাজী (২য় পৃষ্ঠার পর)

ইতিহাস না জানা আজকের নবীন প্রজন্মের কাছে তোমাকে পুঁজি করে আজকে তারাই আবার একটুকু শক্তপোক্ত হতে চাইছি দেখে তুমি কী আবার হাসছো নেতাজী ?.....

হাসো, নেতাজী তুমি হাসো। কেননা, জোরদার জমিদারের বুকে বসাবো বলে পুঁজিপতির কামারশালা থেকে যে ছুরিকায় আমরা একদিন শান্ দিয়ে আনতাম, তার চেয়েও অনেক বেশী ধারালো তোমার ঐ বাঁকা হাসি। তোমার ঐ হাসিতে মুক্ত বুদ্ধির নয়াপ্রজন্ম ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে নিজেরাই খুঁজে পাক সাবেকী সেই বিশ্বাস-হন্তারকদের আসল ইতিহাস। জয়হিন্দ। জয়তু নেতাজী।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বৎসরে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সরকারি দপ্তরের বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এই জেলা থেকে বিরামহীনভাবে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদকেরা এজন্য নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সরকারি কাজের দিনগুলিতে পাওয়া যাবে। পূরণ করা আবেদন পত্র নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে আগামী ৬ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

স্বাঃ
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ
পুরাতন জেলা সমাহর্ত্তা করণ
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

দূরআলাপনী ঃ রঘুনাথগঞ্জ ০৩৪৮৩-৬৬০৭৪

জঙ্গীপুর পৌরসভা কার্যালয়

গোঃ রঘুনাথগঞ্জ ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য পৌরসভার ফেরীঘাট ইজারার নোটিশ ও নিয়মাবলী

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য (১৯৯৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্য ন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ৩/৩/৯৭ (সোমবার) বেলা দুই ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। আর্থিক সচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরীঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ২০,০০০·০০ (কুড়ি হাজার টাকা) আমানত জমা (আরনেষ্ট বা টেবিলমানি) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫। যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর টাকার ¼ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে এ্যাডজাষ্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬। দফাওয়ারী শর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে ও পারাণীর মাশুলের তালিকা পৌরসভা অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজী হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

★ ডাকের স্থান—মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমা সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গীপুর পৌরভবন।

ডাকের তারিখ ও সময়—৩/৩/৯৭ (সোমবার) ১৯৯৭ সাল বেলা ২ ঘটিকায়।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি
জঙ্গীপুর পৌরসভা

তারিখ—১১/২/৯৭

Memo No. 123/(7)/112/97/J M Date 11. 2. 97

দুইটি মহৎ ঘটনা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯ ফেব্রুয়ারী ফরিতলার আশীস পাল তহবাজারে একুশশো টাকা হারিয়ে ফেলেন। ঐ টাকা রঘুনাথগঞ্জের বিএলআর ও ভরত বিশ্বাস কুড়িয়ে পেয়ে উপযুক্ত প্রমাণ পেয়ে শ্রী পালকে ফিরিয়ে দেন। আর এক ঘটনায় জানা যায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা নাগাদ স্থানীয় সদরঘাটে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন দেখতে গিয়ে পুরুতমী সুনীল পণ্ডিতের ছেলে বিনোদ (৭) হঠাৎ জলে পড়ে যায়। সে ডুবে যাওয়ার মুখে পাকুড়তলার জনৈক কিশোর শুভাশীষ সাহা (১৩) দেখতে পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনোদকে উদ্ধার করে পাড়ে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিনোদ সুস্থ হয়ে উঠে। শুভাশীষের এই ধরনের সাহসিকতায় সকলে মুগ্ধ হন।

নেটবল ক্যাম্পে রাজ্যস্তরে জঙ্গিপুরের যুবক

জঙ্গিপুর : সদ্য সমাপ্ত কলকাতায় আয়োজিত নেটবল ক্যাম্পে যোগদাস করে স্থানীয় মহাবীর সংঘের সদস্য সিদ্ধার্থ দাস রাজ্যস্তরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

ভাড়া নেওয়ায় ধর পরিবার বিপাকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

দখলকার ধর পরিবার। পঃ বঃ সরকারের খাজনা ইত্যাদিও তাঁরা ১৫ বছরের অধিককাল দিয়ে আসছেন। এছাড়া ১৯৯৪ সালে এই জায়গার উপর পাকাবাড়ী তৈরীর পর জেলা পরিষদ তার নং ৫৫৮/(১) (৩)/জি তাং ২২-৭-৯৪ চিঠিতে ধর পরিবারকে জানান এই জমিকে তাঁরা ডোবা থেকে ভিটিতে পরিণত করেছেন। ঐ জমি জেলা পরিষদের কাছ থেকে ধররা লিজ নেন বলেও জানানো হয়। তাঁরা বেআইনীভাবে কেন তার উপর পাকাবাড়ী করেছেন তার কৈফিয়ৎ চান। ধররা জানান তাঁরা সে চিঠির উত্তরে জানান ঐ জমির দখলদার তাঁরা এবং লিজের কথা ভিত্তিহীন। এরপর জেলা পরিষদ আর কোন উত্তর দেন না। আড়াই বছর পর হঠাৎ কোন নোটিশ না দিয়েই জেলা পরিষদ কি করে একতরফা আইন নিজের হাতে তুলে নিলেন বোঝা কঠিন। অন্য এক তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৪১ সালে ৫৯৪ নং দাগের জলাটি (ডোবা) সত্যেন্দ্র ও জিতেন্দ্রপ্রসাদের বাবা শিবপ্রসাদ ধর নাকি বার্ষিক ১০ টাকা খাজনায় জেলা পরিষদের কাছ থেকে মাছ চাষের জন্য বন্দোবস্ত নেন।

বাহাদীনগর জুম্মা মসজিদে একজন আলেম দরকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা বাংলা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। আরবীতে আলেম পাশ। যোগাযোগ করিবার স্থান বাহাদীনগর জুম্মা মসজিদ।

পাত্র চাই—পাত্রী পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, সুমুখশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ২২ বৎসর। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। স্থানীয় পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হার্নিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।